সাগর-সঙ্গীত
BENGAL LIBRARY
18 DEC 1913
WRITERS' BUILDINGS

সাগর সঙ্গীত

সূচীপত্র

BENGAL LIBRARY
18 DEC 1913
WRITERS' BUILDINGS.
সাগর-সঙ্গীত
শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

প্রকাশক
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

Printed by K. V. Seyne at the
"SEYNE PRESS" OF
MESSRS K. V. SEYNE & BROS.
60 Mirzapur Street,
CALCUTTA.

গনইতে দোষ-গুনলেশ ন পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।

সাগর সঙ্গীত

সূচীপত্র

হে আমার আশাতীত হে কৌতুকময়ি!
দাঁড়াও ক্ষণেক! তোমা, ছন্দে গেঁথে লই!
আমি শান্ত সিন্ধু — ওই ম্লান চন্দ্র করে
করিতেছে টল মল কিসে সুপ্ত-ঘোরে!
অন্তরে এসেছ যদি হে রহস্যময়ি!
দাঁড়াও অন্তর মাঝে, ছন্দে গেঁথে লই!—
দাঁড়াও ক্ষণেক! আমি অর্ণবের গানে,
পরিপূর্ণ শব্দহীন, অন্তরের তলে,
ছন্দাতীত ছন্দে আমি তোমারে গাঁথিব
অন্তর বিজনে আমি তোমারে বাঁধিব!
তুমি কি রবেনা সেথা, হে স্বপ্ন-অঙ্গনা! —
ছন্দবদ্ধ, পরিপূর্ণ, নিত্য অচঞ্চলা?

—— • ——

সাগর সঙ্গীত

১

আজিকে পাতিয়া কান,
শুনিছি তোমার গান,
হে অর্ণব ! আলো ঘেরা প্রভাতের মাঝে :
একি কথা ! একি সুর !
প্রাণ মোর ভরপূর,
বুঝিতে পারিনা তবু কি জানি কি বাজে
তব গীত মুখরিত প্রভাতের মাঝে !

ভরিয়া গিয়াছে চিত্ত তোমারি ও গানে !
আমি শুধু চেয়ে আছি প্রভাতের পানে।
কখনো বাজিছে ধীর,
কখনো গভীর,
কখনো করুণ অতি, চোখে আনে জল,
উদ্দাম উন্মাদ কভু করিছে পাগল !

তোমার গীতের মাঝে,
কি জানি কি বাজে!
তোমার গানের মাঝে কি জানি বিহরে,—
আমার সকল অঙ্গ শিহরে, শিহরে!
ওই তব পরাণের অন্তহীন তানে:
আমি শুধু চেয়ে আছি প্রভাতের পানে।

৩

ওই ত বেজেছে তব প্রভাতের বাঁশী
আনন্দে উৎসবে ভরা ! সূর্য্যকর রাশি
তোমার সর্ব্বাঙ্গে আজ আনন্দে লুটায়,
উজল উছল জলে কুসুম ফুটায়।

গীত ভরা স্বর্ণালোকে ফুটে পুষ্পদল,
তোমার চরণ বেড়ি করে টল মল!
তোমার সঙ্গীত আজি বিহঙ্গের প্রায়,
মাখি সে সোণার স্বপ্ন তার সর্ব্ব গায়,
উড়িয়া বেড়ায় মোর হৃদয় আকাশে,
প্রেমের তরঙ্গে আর বসন্ত বাতাসে!

৪

কোথায় রাখিব আজ এ সুখের ভার,
কারে দিব আজ মোর অশ্রু উপহার !
এই অজানিত সুখ, এ দুঃখ অজানা,—
বাধাহীন এ উৎসবে, মানেনা যে মানা।
সকল সুখের রাশি পুষ্প হ'য়ে ফুটে,
সব দুঃখ আজ মোর, গীত হ'য়ে উঠে !

বিচিত্র এ গীত লোক, পুষ্পের কানন !–
কিজানি কেমন ক'রে কাঁপিছে এমন !
কোথায় রাখিব বল অন্তরের ভার,
তোমার উৎসবে আজি, হে সিন্ধু আমার !

৫

তরঙ্গে তরঙ্গে আজ যেই গীত বাজে,
সোনার স্বপন ভরা প্রভাতের মাঝে ;
সেই গীতে ভরি গেছে হৃদয় আমার,
গগনে পবনে বহে সেই গীত ধার !

কি মোরে করেছ আজ ! মনখানি মম,
শত শত তন্ত্রীভরা গীত যন্ত্র সম,—
পরশি তোমার করে কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
গরবে গৌরবে আজ উঠেছে বাজিয়া ।

৬

এইতো এসেছে ঊষা অনন্তে ভাসিয়া,
স্বপ্নসম শুভ্রালোক অঙ্গে জড়াইয়া,
তরঙ্গ তরঙ্গ পরে ঝরিয়া পড়িছে,
শুভ্র এই স্বপ্নালোকে স্বপন রচিছে।
পূর্ণ আজ এ আলোকে সকল আকাশ,
অনন্ত সঙ্গীত মাঝে নীরব বাতাস !

নিঙাড়ি ও বক্ষভরা সর্ব্ব আকুলতা,
গীত ধ্যানে রচিতেছ শব্দ নীরবতা !
হে গায়ক অনন্তের !   কোথা গীত বাজে ?
শব্দহীন কোন লোকে ?   কোন ঊষা মাঝে ?

৭

জানিনা কথার মোহ, ভাষার বিন্যাস,
জানিনা গানের সুর, তান লয় মান,
আমার অন্তর তলে মুক্ত চিদাকাশ,
অনন্তের ছায়া ভরা আমার পরাণ !
সাড়া পাই তারি আমি সঙ্গীতে তোমার
প্রভাতের আলো মাঝে, সাঁজের আঁধারে !

তাই আমি খুলিয়াছি হৃদয় দুয়ার,
তোমারি গানের মাঝে খুঁজি আপনারে !
অপূর্ব্ব এ মিলনের গোটাকত গীতে
পরাগ ভ'রেছি আজ তব পায়ে দিতে !

৮

তোমারি এ গীত প্রাণে সারা দিনমান,—
আমি যে হয়েছি তব হাতের বিষাণ !
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী !—বাজাও আমারে
দিবস রজনী ভরি আলোকে আঁধারে,
বাজাও নির্জ্জন তীরে, বিজন আকাশে,
সকল তিমির ঘেরা আকুল বাতাসে,

মায়ালোকে, ছায়ালোকে, তরুণ উষায়,—
বাজাও বাসনাহীন, উদাসী সন্ধ্যায় !
ওগো যন্ত্রি ! আমি যন্ত্র, বাজাও আমারে,—
তোমার অপূর্ব্ব এই আলো অন্ধকারে !

৯

আমার জীবন লয়ে কি খেলা খেলিলে !
আমার মনের আঁখি কেমনে খুলিলে !
আমার পরাণ ছিল কুঁড়ির মতন,
তোমার সঙ্গীতে তারে ফুটালে কেমন !

সকল জীবন যেন প্রস্ফুটিত ফুল,
বিচিত্র আলোকে গন্ধে করিছে আকুল !
সমস্ত জনম যেন অনন্ত রাগিণী,
তব গীতে ওগো সিন্ধু ! দিবস যামিনী !

১০

অপূর্ব্ব এ গীত লোকে উড়িয়া বেড়ায়
সঙ্গীত আকুল হৃদি বিহঙ্গের প্রায় !
কোন কালে কোন খানে অন্ত নাহি পাই,
অনন্ত এ গীত লোকে উড়িয়া বেড়াই !
অনন্ত শবদ ভরা অকূল নির্জ্জন,
বিচিত্র এ সঙ্গীতের নীরব গর্জ্জন ।

অনন্ত এ গীত লোকে আপনা ডুবাই,
কোন কালে কোন খানে তল নাহি পাই !
হে অতল ! হে অগাধ সঙ্গীত মণ্ডল !
কি শব্দে নিঃশব্দে ফোটে চিত্ত শতদল !

১১

ওগো চিত্রকর কত রঙ্গে রচিতেছ,
কত বর্ণে বর্ণে তুমি ফুটায়ে তুলেছ
তোমার কুসুম কুঞ্জে অপরূপ ফুল !
অপূর্ব্ব আলোকে তব ঐশ্বর্য্যে অতুল !
আঁখি মোর ছুটিতেছে দরশ লোলুপ
ঘিরিয়া ঘিরিয়া তব পুষ্প অপরূপ !

চাহিনা কুসুম কুঞ্জ চাহি শুধু গান,
শবদ তরঙ্গে আমি ভাসাইব প্রাণ !
তবে দাও দাও মোরে দাও ডুবাইয়া,
সঘন তিমির তুলি দাও বুলাইয়া,

আমার নয়ন পটে ! আমি অন্ধ হব,
শবদ সাগর মাঝে আমি ডুবে রব !
আর কিছু রহিবে না। ভুবন মণ্ডল
গানে গানে সুরে সুরে কাঁপিবে কেবল।

১২

কি আজ ভাসিছে তব বক্ষ পরকাশি
উজ্জল স্বপ্নের মত পরিপূর্ণ চাঁদে !
কিঅনন্ত শান্তি ভরা জোছনার রাশি,
পরাণে ঝঙ্কারি উঠে আনন্দে, অবাধে !

পূর্ব্ব জনমের একি স্বপনের ছায়া,
কোন পূর্ব্ব পুণ্য ফলে উঠেছে ভাসিয়া
তোমার হৃদয় তলে ! কোন পূর্ব্ব মায়া
রচিতেছে স্বপ্ন তব জীবনে জাগিয়া !

আমার পরাণে আজি, কাঁপিছে কেবল
জোছনা তরঙ্গে শত স্মৃতি পুষ্পদল।
শত জনমের যেন হাসি অশ্রুভারে,
পরাণ উঠেছে গাহি গীত পারাবারে।
সকল জনম যেন এক হ'য়ে গেছে,
একটি পুষ্পের মত স্বপ্নে ভাসিতেছে।

১৩

আজি মেঘ পূর্ণ দিন ধূসর আঁধার !
তরঙ্গ তরঙ্গ পরে ঝাঁপায়ে পড়িছে
অশান্ত বেদনা ভরে দুলিছে ফুলিছে,
কাঁপিছে গর্জ্জিছে যেন মহা হাহাকার !—
আজি যে আকাশ ভরা ধূসর আঁধার !
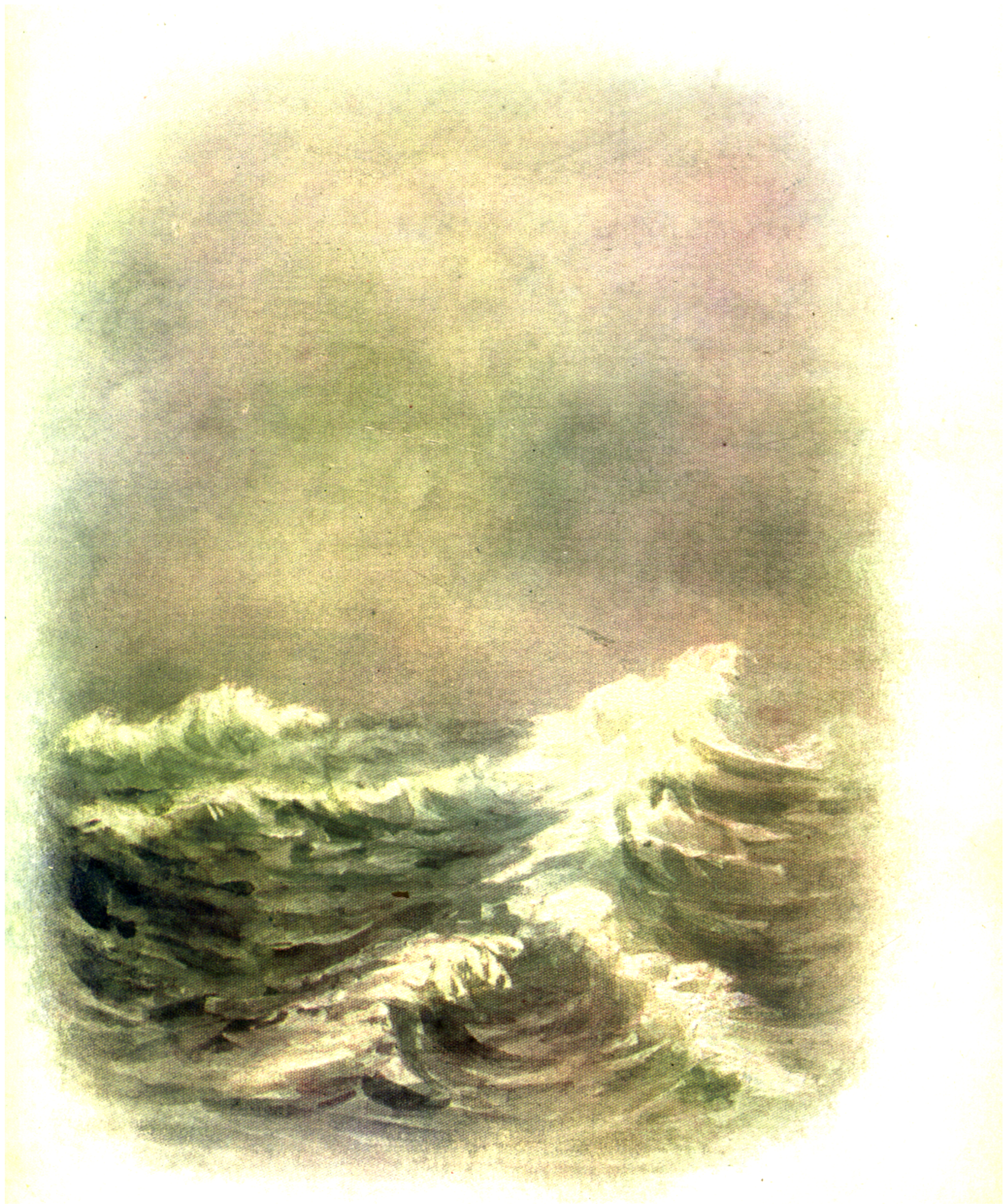
আজি যে বক্ষের মাঝে মহা হাহাকার !
একি সুখ ? একি দুঃখ,—প্রণয় গভীর
একি ? উত্তাল, উন্মাদ, অশান্ত, অধীর !
কি গাহিছে, কি চাহিছে, হৃদয় আমার !
আজি যে আকাশ ভরা ধূসর আঁধার !

১৪

আজি যে আঁধার ভরা তোমার আকাশ !
আজি যে পাগল করা তোমার বাতাস।
আজি যে ফেলেছে ছায়া প্রলয় তুফান
তোমার আঁধার বুকে। আজি তব গান
অন্তহীন দিশাহারা, উন্মাদের মত

আমার হৃদয় তলে গরজে সতত।
তবে এস, ভেসে এস, উন্মাদ আমার!
খুলিয়া রেখেছি বক্ষ আঁধারে তোমার।
ভাসিব, ডুবিব, আজ প্রলয় আভাসে.
মরণ আঁধার ভরা আকাশে বাতাসে!

১৫

এ নহে স্বপন কুঞ্জে কুসুমের হার,
এ নহে কোমল যন্ত্রে মধুর ঝঙ্কার।
এ যে গো নির্দ্দয় রুদ্র ! মরণের রঙ্গে,
চরাচর ডুবে যায়, প্রলয় তরঙ্গে !
ঘন ঘোর অট্টহাসে মরণ ডম্বরে,
লাফায়ে ঝাঁপায়ে পড় পাতালে অম্বরে ;
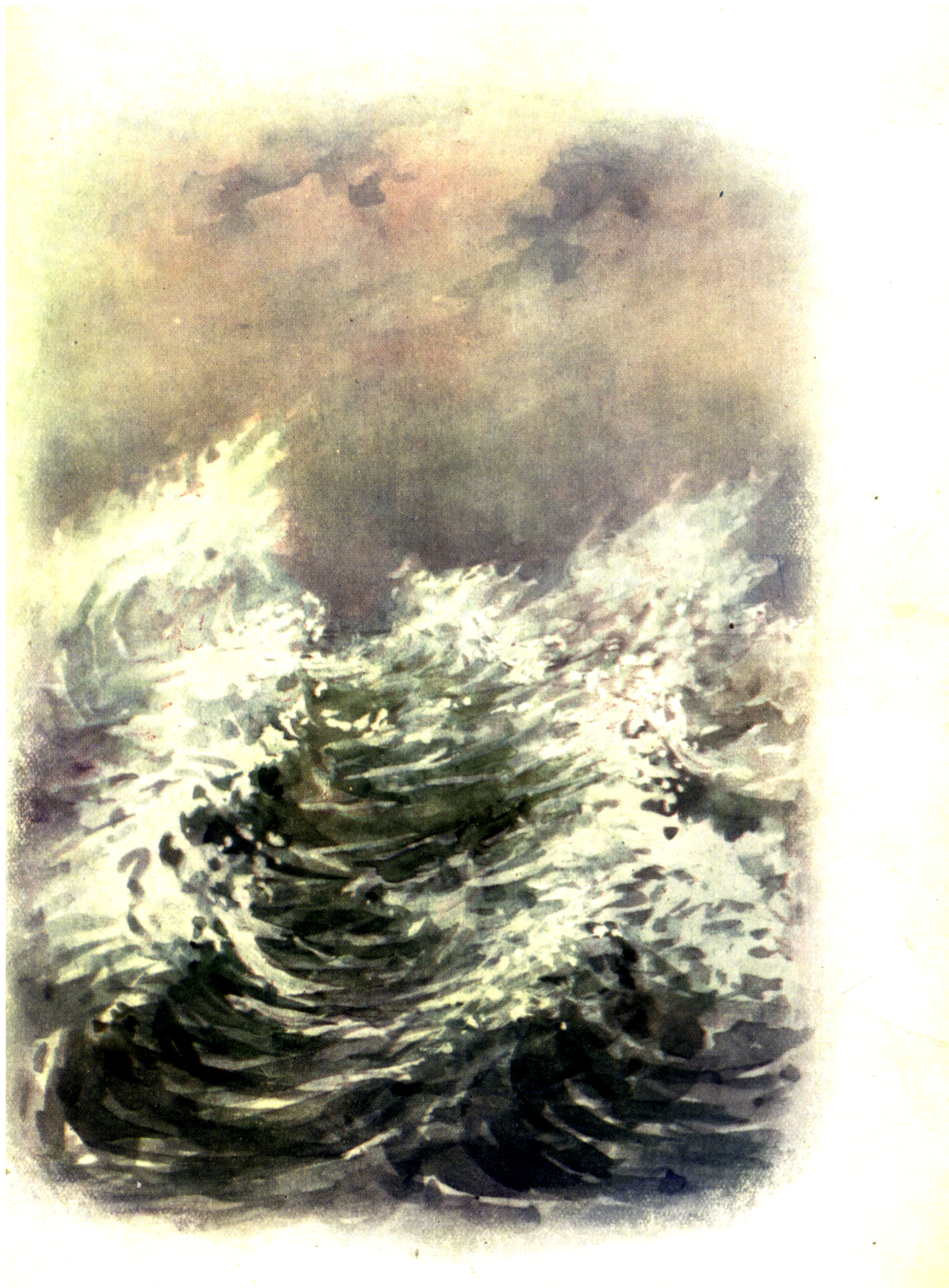
বিদ্যুৎ বিহীন নিশা অশনি বরজে
ছিন্ন ভিন্ন বক্ষে তব মরণ গরজে !
উন্মত্ত তরঙ্গে তব অযুত ফণিনী
বিস্তারি অসংখ্য ফণা অনন্ত রঙ্গিনী

ঘন ঘোর ঝঞ্ঝা বায়ু আঁধার পরশে
ভীষণ-ভৈরব একি প্রলয় বরষে !
লক্ষ লক্ষ দানবের বিকট চীৎকারে
মন্দ্রিছে মরণ গীতি অনন্ত আঁধারে।

১৬

অনন্ত এ প্রভঞ্জন মোর বক্ষ ভ'রি
ছিন্ন পাল ভগ্ন হাল ডুবে মন তরী !
প্রলয় পয়োধি জলে মরণের পারে
আশ্রয় বিহীন প্রাণ অনন্ত আঁধারে !
এস তবে মৃত্যুরূপে ওগো সিন্ধুরাজ !
অবারিত বক্ষ মাঝে তুমি রবে আজ।

১৭

হে রুদ্র মরণ দেব ! জটী জটাধর !
প্রলয় ত্রিশূল তব সংহর ! সংহর !
জীবনেরে ছেড়ে দাও বাঁচিতে মরিতে,
আপন হৃদয় কুঞ্জে আপনারি গীতে !

অনাদি কালের বক্ষে সৃষ্টি শতদল,
আপনারি সুখে দুঃখে করে টল মল,
অনন্ত সঙ্গীত ঘেরা গগনের তলে
তোমার সঙ্গীত ভরা তরঙ্গিত জলে।
তাহারে ছাড়িয়া দাও ফুটিতে ঝরিতে,
হে রুদ্র প্রলয়সিন্ধু!—বাঁচিতে মরিতে।

১৮

রাখ, রাখ, রথ তব, হে অন্ধ বিজয়ী,
নামাও হস্তের অস্ত্র, সন্ধ্যা আসে ওই,
শান্তিময়ী, ধীরে ধীরে, মৃদুল চরণে,
গগন ভরিয়া গেল ধূসর বরণে !
রাখ রথ ! শান্ত হও ! ওগো রণশ্রান্ত !
হে মোর বিজয়ী বীর, হে আমার ক্লান্ত !

আমার পরাণ তরে বৃথা যুদ্ধ করা

আমি ত আপনা হ'তে দিতেছিনু ধরা !

জ্বেলে দিব সন্ধ্যা দীপ তোমার পরাণে

হৃদয় মন্দির তব [illegible]

পাতিব তোমার তরে শয্যা সুশীতল
তোমার চরণ তলে রবে শান্তি জল।
আমার পরাণ তরে মিছে যুদ্ধ করা
আমি যে আপনা হ'তে দিতেছিনু ধরা!

১৯

আবার ফিরেছ প্রভু ! হৃদয় গহনে
ফলে ফুলে পরিপূর্ণ আনন্দ পবনে !
থেমে গেছে আজ তব প্রলয় সঙ্গীত,
অধরে নয়নে ভাসে জীবন ইঙ্গিত।

আমি চেয়ে আছি তব প্রভাতের পানে
কি আনন্দ বহে যায় পরাণে পরাণে !
সঙ্গীত উন্মুখ প্রাণ ফুটিবে এখনি
হৃদয় ভরিব গানে, ডাকিবে যখনি !—
তোমার সঙ্গীত ঘেরা ঝঙ্কৃত গগনে,
তোমার কুসুম ভরা পুষ্পিত পবনে !

২০

তরুণ ঊষার আলো প্রতি অঙ্গে তব,
সোণার ঢেউয়ের মত বহে' চলে যায়,
উজ্জলি উছলি উঠে স্বপ্ন নব নব :—
দুলিতেছ আজ তুমি সোণার দোলায়।
আজি যে সেজেছ সিন্ধু, রাজার মতন।
সোণার তরঙ্গে বহে প্রেম আপনার :

তরুণ প্রেমিক এক রাজার মতন।—
সোনায় ভরিয়া গেছে হৃদয় আমার।
ঊষার আলোকে ভরা পরাণ এনেছি
রেখে যাব আজ তব চরণ তলায়,

সোনার কমলে আমি মালিকা গেঁথেছি,
দোলাইব আজ তব সোনার গলায়।
একসূত্রে বাঁধা রব আমরা দুজনে
তরুণ ঊষার কোলে স্বপন বিজনে !

২১

আজি যে আকাশ গাহে করুণ সুরে !
হৃদয় উদাস করা করুণ সুরে !
মেঘেরা কি কথা কহে, বাতাস কাঁদিয়া বহে
সাগর চুমিয়া আর গগন ঘুরে—
করুণ সুরে।

আজি যে পরাণ মোর বাজিয়া উঠেছে ঘোর,
করুণ সুরে।
কিবা খোঁজে কিবা চায়, কোথা থাকে কোথা যায়
দূরে অদূরে!

ওই যে মেঘের পানে,   ছুটে যায় কোন টানে

গাহিছে সকল প্রাণে

করুণ সুরে।

নাহি ছন্দ নাহি তান

পরাণ পুরে—

আজি যে আকাশ ভরা করুণ সুরে।

২২

ঘুমাও ঘুমাও এবে হে সিন্ধু আমার !
নির্জ্জন গগন তলে, গীত শ্রান্ত চোখে।
মেঘাক্রান্ত দ্বিপ্রহর, স্তব্ধ চারিধার।
ঘুমাও ঘুমাও এই স্তিমিত আলোকে।
আমি ব'সে আছি একা এপারে তোমার,

দুই চোখে চেয়ে আছি তব মুখ পানে !—
ঘুমাও ঘুমাও তুমি। হৃদয় আমার
জাগিছে কাঁপিছে কোন শব্দহীন গানে।
কবে পাব পরিচয় হে বন্ধু আমার !
কখন জাগিবে তুমি ? কোন গীত মাঝে ;
আমি রব প্রতীক্ষায়। দুহাত তোমার
বাড়াইয়া দিও তবে অন্ধকার সাঁঝে !

২৩

কবে দেখেছিনু তোমা,—হাতে ধরেছিনু,
চেয়েছিনু চোখে ? কোন্ কালে কোন্ দেশে
সে দিন কি তব সাথে কথা কয়েছিনু—
তুমি গেয়েছিলে গান ? চেয়েছিলে হেসে ?

সে দিন কি ছিল প্রাণ এত ভরপুর
গভীর আবেগ ভরা এত অশ্রুজলে ?
এত কথা এত ব্যাথা ওগো এত সুর
সে দিন কি বেজেছিল পরাণ অতলে ?

আমারে কি ধরেছিলে বক্ষে আঁকড়িয়া
স্নেহার্দ্র বন্ধুর মত দু'হাতে তোমার ?
আমার সকল কথা গেছিল ভাসিয়া
প্রেমের মোহন মন্ত্রে হৃদয় তোমার ?

ওগো সব মনে নাই। শুধু মনে হয়
তোমারে দেখেছি বঁধু কবে কোন দেশে।—
তোমার পরশখানি মনে জেগে রয়,
এতকাল পরে তাই আসিয়াছি ভেসে।

মনে হয় আজি কোন গুপ্ত অভিসারে
ভাল করে দেখা হবে, হবে পরিচয়
যেন কোন মন্ত্রময় আলোক-আঁধারে
জাগিবে মোদের সেই পুরাণ প্রণয়।

২৪

এখনো জাগেনি কেহ, আমি জাগিয়াছি
নীরবে নিভৃতে হবে দেখা দুজনায়,
এখনো ওঠেনি রবি আমি উঠিয়াছি
সিনান করিব তব প্রাণ মহিমায়।

বাহিরের গীত রবে, বাহিরে পড়িয়া,
সবাই শুনে যা সে ত সবাকার তরে।—
দিও মোরে লয়ে যাব হৃদয় ভরিয়া
যে গীত অতলে তব দিবানিশি ঝরে।
হে সিন্ধু! হে বন্ধু! ওগো তাই আসিয়াছি,
সে গীত বাজিবে বলে আমি জাগিয়াছি।

২৫

এখনো ওঠেনি রবি, মোহন আঁধার
ঘিরেছে তোমারে যেন স্নেহ আবরণে।—
প্রশান্ত অধর আর নয়ন তোমার
কিবা নিদ্রা, কিবা স্বপ্ন, কিবা জাগরণে !

কি শান্ত সুন্দর চোখে, অর্ণব আমার
চাহিছ আমার পানে এ মোহ আঁধারে।
কথা মোর, ভাষা মোর, সঙ্গীত আমার,
স্তব্ধ হয়ে গেছে এই সন্ধ্যার মাঝারে।

আমি আছি তব ছোট ভাইটীর মত
আমারে স্নেহের চোখে দেখ মাঝে মাঝে
যে গীত বাজিছে তব বক্ষে অবিরত
আমার পরাণে যেন মাঝে মাঝে বাজে।

২৬

রবিকর পড়িয়াছে অধরে তোমার
প্রশান্ত গভীর তব গৌরবের মত।
আমারি অন্তর হ'তে লইয়া আমার
সোণার স্বপন ঘেরা পুষ্প শত শত

কণ্ঠে দেছ উপহার। আমি শূন্য হাতে
আসিয়াছি তব পারে। হে সিন্ধু আমার!
শুনাও একটি গীত। মোর প্রাণপাতে
ঢালি দেও অন্তহীন অমৃতের ধার

চিরদিন চিরকাল প্রতিধ্বনি তার
বাজিবে উজ্জ্বল করি অন্তর আমার।
আজ হ'তে আমি, হে অর্ণব ! হে অশেষ !
গাহিব তোমার গান ফিরি দেশ দেশ।

২৭

থাক থাক আজ নয়। এত লোক মাঝে
যে গান সকলে শুনে সেই গান গাও :
এরা ত সেজেছে আজ প্রমোদের সাজে
এদের হৃদয় লয়ে হাসাও নাচাও।

যবে অন্ধকার আসি ঢাকিবে তোমায়
থেমে যাবে হেথাকার হাসির লহরী
দুইজনে মিলিব হে ! গাব দুজনায়
চারিদিকে অন্ধকার রহিবে প্রহরী ।

তুমি এক গান গাবে আমি গাব আর
দুজনে ভাসিয়া যাব অনন্ত হরষে
তোমার অন্তর হতে অমৃতের ধার
আমারে ডুবায়ে দিবে তোমার পরশে।
দুই জনে মিলিব হে!—গাব দুজনায়
আঁধার রজনী যবে ঢাকিবে তোমায়।

২৮

ওগো কত কাল ধরে বহিতেছ তুমি
এ গীত বেদনা রাশি হৃদয় ভরিয়া।
কত জন্ম জন্মান্তর,
কত যুগ যুগান্তর।—

ওগো কত যুগ হতে ওই চিত্ত চুমি
এ গান ধ্বনিছে বিশ্ব পাগল করিয়া।—
কত যুগ যুগান্তর
কত জন্ম জন্মান্তর।
হে অনাদি, হে অনন্ত, তব ব্যাপ্ত মহিমায়
এ চির ক্রন্দন ধারা কেমনে বহিয়া যায়

কাঁদিতেছে একি ক্ষুধা একি তৃষ্ণা অনিবার !
একি ব্যথা গরজিছে শ্রান্তিহীন দুর্নিবার !—
কত জন্ম জন্মান্তর
কত যুগ যুগান্তর ।

হে আমার অভিশপ্ত ! হে বন্ধু আমার !
হে আমার শান্তিহীন অশ্রু পারাবার !
আমি যে তোমার লাগি
এসেছি সকল ত্যাগি,
আমি যে তোমার লাগি আসিব আবার
কত যুগ যুগান্তর
কত জন্ম জন্মান্তর ।

২৯

তোমায় আমায় যোগ ওগো পারাবার !
কোন্ দেশে কোন্ কালে কোন্ পরপার !
উদারা মুদারা তারা বল কোন্ গ্রামে ?
কোন্ মহাশবদের কোন্ নিত্যধামে ?
কোন্ সঙ্গীতের কোন রাগিণীর প্রাণে ?
কোন্ সুরে, কোন তালে, কোন মহাগানে ?

অনাদি অনন্ত নিত্য মহাপ্রাণ হ'তে
দুজনে এসেছি যেন দুটি প্রাণ স্রোতে !
তারপর কতবার জনমে জনমে
আমরা মিলেছি দোঁহে মরমে-মরমে,

কতবার ছাড়াছাড়ি মিলেছি আবার
তুমি আর আমি আজ ওগো পারাবার!
তুমি ভেসে যাও সখা! অনন্তের পানে!—
আমি যে ভাসিছি শুধু তোমারি এ গানে!

৩০

নিদ্রাহীন নিশি মোর ভরি দিলে আজ
সঙ্গীত তরঙ্গে তব, ওগো গীতরাজ !—
অন্ধকার মাঝে আজি কি শব্দ কল্লোল
চোখে মুখে বক্ষে মোর, তরঙ্গ হিল্লোল
সম, পড়িছে ঝাঁপটি ! কাঁপিছে পরাণ,
ঝটিকায় পূর্ণাহুতি পুষ্পের সমান !

সকল সুখের সর্ব্ব বেদনার ভারে,
উদ্দাম সঙ্গীত ঘেরা এই অন্ধকারে !
তোমারে দেখিতে নারি ! শুধু পরশিছে
আমার বক্ষের মাঝে কি যে বিপুলতা ! ।৯॥

কত শত শব্দহীন সঙ্গীত জাগিছে,
কত শত সঙ্গীতের পূর্ণ নীরবতা !—
সকল শব্দের মাঝে শব্দাতীত বাণী,
সকল সঙ্গীত মাঝে অগীত কি জানি !

৩১

ছোট ছোট দীপ ল'য়ে খেলিতেছিলাম,
গুণ গুণ গাহি গান ঘরের ভিতরে :—
ক্ষুদ্র প্রাণে আনমনে আঁকিতেছিলাম
ছোট ছোট স্বপ্ন ছবি প্রদীপের করে !

তোমারে ভুলিয়াছিনু হে সিন্ধু আমার !–
আপনার স্বপ্নবদ্ধ ক্ষুদ্র খেলাঘরে :–
আলস্যে রচিত মোর পুষ্পমালিকার
তুলিয়া ধরিতেছিনু ক্ষুদ্র দীপ করে !

যেমনি ডাকিলে তুমি গভীর গর্জ্জনে,
অনন্ত রাগিণী ভরা ধ্বনিতে তোমার,
হৃদয় মন্থন করা বিপুল তর্জ্জনে,
ভেসে গেল অন্তরের এপার ওপার!
ভাঙ্গিল সে খেলাঘর প্রদীপ নিভিল!
আমারে তোমার বক্ষে ডুবাইয়া দিল!

৩২

এখনো নামেনি সন্ধ্যা, দিনমণি অস্তপ্রায়,
আলো অন্ধকার ঝরে, তোমার সকল গায় !
মেঘেরা ভাসিয়া যায়, তোমা পানে চাহি চাহি,
মুগধ বাতাস বহে গুণ গুণ গাহি গাহি ।

অনিশ্চিত আলোকের অপূর্ব্ব এ অন্ধকার !
আকাশ চাহিয়া আছে অবাক নয়ন তার।
ওগো সিন্ধু ! আজ তুমি কোন ছায়ালোক জুড়ে
গাহিছ করুণ গীতি দ্বিধায় জড়িত সুরে ?

কোন প্রশ্ন উঠিয়াছে পাওনি উত্তর তার ?

হৃদয় ভরিয়া আছে কোন সমস্যার ভার ?

জীবন মরণ সাথে কি কথা কহিছ আজি ?

কোন তন্ত্রী ছিঁড়ে গেছে, কি ব্যথা উঠেছে বাজি ?

তোমার পরাণ হ'তে আমার পরাণ পরে
সকল আলোক আর সকল আঁধার ঝরে।
পরাণ কাঁপিছে এই ছায়ালোকে ছায়াময়,—
একি সত্য ? একি মিথ্যা ? একি আশা ?
একি ভয় ?

৩৩

আজিকে সঙ্গীত তব কোথা ভেসে যায় ?
ধূসর তরঙ্গ মাঝে নীরব সন্ধ্যায় !
কোন্ দূরে অন্ধকারে কোথা উঠে বাজি ?
আমার পরাণ লয়ে কি করিছে আজি !
আরতির শঙ্খ যেন উঠিল বাজিয়া
তোমার পূজার লাগি, ধূপধূনা দিয়া

পুণ্য ধূমে সুপবিত্র হৃদয় মন্দির !
উদাসী সঙ্গীত তব বাজিছে গম্ভীর !
হে পূজারি ! আজি তুমি কোন পূজা কর ?
পরাণ প্রদীপ মোর ঊর্দ্ধে তুলি ধর,

কার পানে, কোন মন্ত্র করি উচ্চারণ ?

কোন পূজা লাগি বল এত আয়োজন ?

দীক্ষা দাও ওগো গুরু ! মন্ত্র দাও মোরে,

পূজার সঙ্গীতে তব, প্রাণ দাও ভ'রে !

৩৪

ওই যে এসেছে সন্ধ্যা ! পূরবী রাগিণী বাজে,
হে সাগর ! তোমার এ প্রশান্ত বুকের মাঝে।
হৃদয় উদাস করা গভীর ঝঙ্কারে তার
প্রাণে প্রাণে মিশিয়াছে নীরব সঙ্গীত ধার !

মুখর তরঙ্গ গুলি শান্ত হ'য়ে আসিতেছে
চঞ্চল বাতাস দল স্থির হ'য়ে থেমে গেছে !
গগন আলোকহীন, শশী তারা কিছু নাই,
যেন কোন্ মহাশূন্য ঘিরেছে সকল ঠাঁই !
আজি কি মরমে তব, নাহি বাসনার লেশ ?
হয়েছে সকল প্রেম—সকল কর্ম্মের শেষ ?

মায়াহীন ছায়া ভরা ধূসর এ অন্ধকারে,
আপনার মাঝে তাই ডুবাইছ আপনারে !
আমিও আপন মাঝে আপনা লুকায়ে রাখি !—
যবে যোগ ভেঙ্গে যাবে আমারে তুলিও ডাকি !

৩৫

শব্দহীন মহাকাশ, শান্তিভরা সমুদায়,
আজি বরষিছে সন্ধ্যা তোমার সকল গায়
মহাশান্তি নীরবতা ! হে সাগর ! হে অপার !
বাক্যহীন আজ তুমি শুদ্ধ শান্তি পারাবার !

নীরব সঙ্গীত তব শান্তিভরা অন্ধকারে
আনন্দে উজলি রাখে মর্ম্ম মাঝে আপনারে !
সে আনন্দে বিরাজিছে তোমার সকল দেহ !–
মগ্ন হ'য়ে গেছে তায় সকল বিষাদ গেহ !

সকল প্রকৃতি আজ পদ্ম হ'য়ে ভাসে জলে,
মহাকাল থেমে গেছে তোমার চরণ তলে।
আমার বক্ষের পরে যোগাসনে যোগীবর!
নিবিড় নিশ্বাসহীন ধীর স্থির আঁখি কর!
পেয়েছি আভাস আমি পাইনি সন্ধান তার,
যুক্ত করে বসে আছি কর মোরে একাকার!

৩৬

সাধন ভজনে আজি কুসুম উঠেছে ফুটি
সকল গগন ভ'রে ! তোমার নয়ন দুটি
ভক্তি রসে ঢুলু ঢুলু ! বিগলিত করুণায়
তোমার তরঙ্গ দল নেচে নেচে বহে যায় ।

গগন ভরিয়া গেছে সঘন গম্ভীর বোলে,
চরাচর ছেয়ে আছে মধুর কীর্ত্তন রোলে।
হরিবোল ! হরিবোল ! করতাল বাজে যেন,
হৃদয়ে বাজেনি কভু গম্ভীর মৃদঙ্গ হেন !

মুক্ত বায়ু প্রভাতের আনন্দ কীর্ত্তন ভারে,
নাচিছে পাগল হ'য়ে অন্তরের চারিধারে।
দেবতার তরে আজি আমার আকুল হিয়া
ঢেকেছ ঢেকেছ মরি ! কি মধু বিরহ দিয়া।

প্রাণারাম ! প্রাণারাম ! তোমা পাই কি না পাই,
আমি ভেসে ভেসে উঠি, আমি ডুবে ডুবে যাই !
হে সাধক, হে ভকত, করহ কীর্ত্তন নব !
সঙ্গে রেখো চিরকাল, সাধনে ভজনে তব !

৩৭

এপারে আলোক ভরা ওপারে আঁধার !
পার করে দাও মোরে, ওগো পারাবার !
হোথায় তোমার মাঝে
কি জানি কি বাজে !—
তোমার গানের মাঝে, আলো কি আঁধার !

(আমি) দেখিব ওপারে গিয়ে

শুনিব পরাণ দিয়ে !—

তোমার গানের মাঝে আলো কি আঁধার !

এপারের গীত গুলি

পরাণে লয়েছি তুলি,

মালিকা গাঁথিব তায় ওপারে তোমার !—

আমারে ভাসায়ে লও তোমার ওপার।

৩৮

ও পারে কি আলো জ্বলে রহস্যের মত,—
যে আলো দেখেনি কেহ প্রভাতে সন্ধ্যায় ?
ও পারে কি গীতধ্বনি জাগে অবিরত,—
যে গান শুনেনি কেহ দিবসে নিশায় ?

ওপারে কি বসে কেহ তৃষার্ত্ত আকুল,
পরাণ—পরশ তরে আমারি মতন ?
ওপারে কি দেখা যায়, অনন্ত অতুল,
তোমার অন্তর ছায়া পরাণ স্বপন ?
আমি যে তৃষিত বড়, ওগো মহাপ্রাণ !—
আমি যে তৃষার্ত্ত অতি পরাণ মাঝারে !

আমারে ডুবায়ে দাও, ওগো মহাপ্রাণ !
আমারে ভাসায়ে লও, তোমার ওপারে !
তবে কি মিলিবে মোর আশার স্বপন ?
কাঙ্গাল পরাণ হবে রাজার মতন ?

৩৯

এ পার ওপার করি, পারি না ত আর !
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার !
পরাণ ভাসিয়া গেছে কূল নাহি পাই !
তোমার অকূল বিনা কোথা তার ঠাঁই !

আজি যে ঘিরেছে মোরে গাঢ় অন্ধকার !
সাড়া শব্দ নাহি পাই, পরাণ মাঝার !
নীরব ক্রন্দনে ভরা চোখে নাহি জল,
আজি যে তোমার তরে পরাণ পাগল !

খুঁজেছি তোমারে কত তরঙ্গের মাঝে,
খুঁজেছি যেখানে তব গীতধ্বনি বাজে!
তোমার অপূর্ব্ব ওই আলো অন্ধকারে,
প্রতিদিন প্রতিরাত্র খুঁজেছি তোমারে!
হে মোর আজন্ম সখা! কাণ্ডারী আমার!
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার!